সমকাল

তারিখ 13 APR 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয় ভবন

শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা সবার আগে

বুধবারের সমকালের লোকালয় পাতায় দেশের ছয়টি জনপদে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের খোলা আকাশের নিচে পাঠদানের যে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে, তা উদ্বেগজনক হলেও অপ্রত্যাশিত নয়। কালবৈশাখীর ঐ মৌসুমে প্রতি বছরই দেশের কিছু বিদ্যালয় ভবনের ছাদ ঝড়ে উড়ে যায়। উপরন্তু গত শুক্র ও শনিবার দেশে যে তিন দফা ভূকম্পনের শিকার গোটা দেশ হয়েছিল, তাতেও জরাজীর্ণ অনেক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। আলোচ্য প্রতিবেদন সূত্রে জানা যাচ্ছে, কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ, যশোরের ঝিকরগাছা এবং খুলনার ফুলতলার তিনটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চাল সাম্প্রতিক কালবৈশাখীতে উড়ে গেছে। এ ছাড়া ঝালকাঠির রাজাপুর ও গাইবান্ধার গোবিন্দপুরে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনে ভূমিকম্পের কারণে ফাটল দেখা দিয়েছে। আমরা চাই, কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে এসব বিদ্যালয় ভবন সংস্কারে পদক্ষেপ নেবে। তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশে সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, স্বীকার করতে হবে। কিন্তু কোমলমতি শিক্ষার্থীরা দিনের পর দিন খোলা আকাশের নিচে পাঠ গ্রহণ করতে পারে না। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন জনপদে দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারহীন বিদ্যালয় ভবনগুলোর ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে বলি আমরা। আমাদের মনে আছে, ২০১০ সালের নভেম্বরে চুয়েটের ভূমিকম্প প্রকৌশল ও গবেষণা কেন্দ্র এবং চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট পরিচালিত এক যৌথ সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, ওই জেলার অর্ধেকের বেশি বিদ্যালয় ভবন নদী ও সাগর ভাঙন, ভূমিকম্প কিংবা সংস্কারবিহীন দেয়াল-ছাদ ধসে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। একই চিত্র সারাদেশেরও। এ ব্যাপারে অবিলম্বে সমীক্ষা পরিচালনা জরুরি। মনে রাখতে হবে, ওইসব বিদ্যালয় ভবন একদিনে এমন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। দশক দশকের অবহেলাই ছাদের পলেস্তারা খসে পড়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি করে। নদী বা সাগর ভাঙনের মুখে পড়া ভবনগুলো নির্মাণের সময়ও খুব সম্ভবত সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনা করা হয়নি। আমরা চাই, বিলম্বে হলেও ঝুঁকির সব দিক বিবেচনা নিয়ে বিদ্যালয় ভবনগুলো সংস্কার কিংবা পুনর্নির্মাণ করা হোক। ইতিমধ্যে প্রায় সব বিদ্যালয়েই শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে গেছে। সুতরাং পুরনো ভবন সংস্কারের পাশাপাশি নতুন ভবন নির্মাণের উদ্যোগও জরুরি। আমরা জানি, বছরের শুরুতে বই পৌঁছার জন্য বর্তমান সরকার ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু খোদ বিদ্যালয় ভবন ঝুঁকিপূর্ণ রেখে কোনো উদ্যোগই ফলপ্রসূ হতে পারে না। শিক্ষার নামে কোমলমতি শিশুদের ঝুঁকির মধ্যে রাখা মেনে নেওয়া যায় না।